সুভাষচন্দ্র

(বাংলা)

'স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু'

অজিত কুমার ব্যানার্জী প্রযোজিত

সুভাষচন্দ্র

একেবি ফিল্মস্ এর শ্রদ্ধাঞ্জলি—

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **পীযূষ বসু**

কাহিনী : **অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত** ॥ সঙ্গীত পরিচালনা : **অপরেশ লাহিড়ী** ॥ সংলাপ : **অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত** ও **পীযূষ বসু** ॥ চিত্রগ্রহণ : **দিলীপরঞ্জন মুখার্জী** ॥ শিল্পনির্দেশনা : **কার্তিক বসু** ॥ সম্পাদনা : **দুলাল দত্ত** ॥ রূপসজ্জা : **শৈলেন গাঙ্গুলী** ॥ প্রধান কর্মসচিব : **প্রভাত দাস** ॥ সংগঠন : **বিমল সান্যাল** ॥ ব্যবস্থাপনা : নিতাই সরকার ॥ প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার পরিকল্পনা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ পরিবেশনা উপদেষ্টা : **ফণী ব্যানার্জী** ॥ গীত রচনা : স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ এবং (সংগ্রহ) ॥ পরিবেশনা : **ফিল্মকো** ॥

আসাম পরিবেশক : **কমলা পিকচার্স** ॥

কণ্ঠ সঙ্গীত : **লতা মুঙ্গেশকর, বাঁশরী লাহিড়ী, হেমন্ত মুখার্জী, মান্না দে, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী** ও **অপরেশ লাহিড়ী** ॥

যন্ত্র সঙ্গীত : **সুরশ্রী কল্যাণী রায়, বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত (এ্যাঃ), দিলীপ রায়**

আবৃত্তি : **কাজী সব্যসাচী** ॥ শব্দ গ্রহণ : বাণী দত্ত (অন্তর্দৃশ্য) ॥ সুজিত সরকার ও ইন্দু অধিকারী (বহির্দৃশ্য) ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : কৌশিক ও রবীন চ্যাটার্জী (বোম্বাই), ও সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ পরিচয়লিপি : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : পিকস্ ষ্টুডিও ॥ প্রচার অঙ্কন : এস. স্কোয়ার ॥ পট শিল্প : কবি দাশগুপ্ত ॥

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনায় : অজিত চক্রবর্তী, ৺নীতিন ব্যানার্জী, জয়ন্ত বসু ॥ সঙ্গীত পরিচালনায় : বাপী লাহিড়ী ॥ চিত্র গ্রহণে : গৌর কর্মকার, শক্তি ব্যানার্জী, দেবেন দে. দুঃখীরাম অধিকারী, কেষ্ট মণ্ডল ॥ শব্দ গ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জী, জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলা সরকার. রমেশ সেনগুপ্ত, পাঁচু মণ্ডল, নিতাই জানা ॥ সম্পাদনায় : হরিনারায়ণ মুখার্জী, কালীপ্রসাদ রায় ॥ শিল্প নির্দেশনায় : সূর্য চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জায় : নৃপেন চ্যাটার্জী, অনাথ মুখার্জী ॥ ব্যবস্থাপনায় : সুরেন দাস, দুঃখী নায়ক ॥ পটশিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য ॥ রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী, রবীন ব্যানার্জী, অবনী মজুমদার, পুষ্কর পুরকায়স্থ, অজিত ঘোষ, কানাই ব্যানার্জী, । আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাস, দুঃখীরাম অধিকারী, সন্তোষ সরকার মারু দাস, অবনী নস্কর, দিলীপ ব্যানার্জী, পরেশ মণ্ডল ॥ ক্যালক্যাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটারিজে আর, বি, মেহতা কর্তৃক পরিস্ফুটিত ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ওড়িষ্যা রাজ্য সরকার - হিমাচল প্রদেশ সরকার - নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো (নেতাজী ভবন) - আজাদ হিন্দ ফৌজ এসোসিয়েশন - কলিকাতা পুলিশ (লালবাজার) - অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সী কলেজ - হেড মাষ্টার, র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুল, কটক - স্কী ক্লাব, কুফরী - আনন্দ বাজার পত্রিকা - দৈনিক বসুমতী - ডি, এন, বিশ্বাস এণ্ড কোং - বর্মন প্যাবলিশার্স - সর্বশ্রী সুরেশ চন্দ্র বসু - দ্বিজেন বসু - শিশির বসু - ললিতা বসু - ডঃ দাস - দিলীপকুমার রায় - মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ খান - দিলীপ কুমার রায় (পুণা) - নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (লেখক, নেতাজী সঙ্গ প্রসঙ্গ) - অধ্যাপক চারু চন্দ্র গাঙ্গুলী - সুবোধ চন্দ্র গাঙ্গুলী - বাশরী লাহিড়ী - রাধানাথ রথ এম, পি (কটক) কৃষ্ণচন্দ্র সেন (অবসর প্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক - র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুল, কটক) ।

কাহিনী

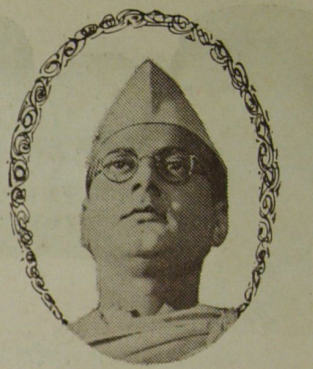

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী সারা ভারতের কাছে একটি পুণ্য মুহূর্ত। কটকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী জানকীনাথ বসুর ঘরে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছিল আগামী দিনের দেশনায়ক সুভাষ-চন্দ্রের শুভাবির্ভাবকে উপলক্ষ করে।—শিশু সুভাষ চন্দ্র বড় হয়ে উঠতে লাগলেন, ভর্ত্তি হলেন মিশনারী স্কুলে, কিন্তু সাহেবী পরিবেশে মন বসে না। তাই চলে এলেন র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে।

র‍্যাভেনশ' স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস বালক সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দেখেছিলেন এক বিরাট সম্ভাবনা। একনিষ্ঠা ও মেধায় সুভাষচন্দ্র তাঁদের সকলের মন জয় করে নিতে পেরেছিলেন। বেণীমাধব আর অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র সেন, এঁদের মত বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে সুভাষচন্দ্র জগতকে নতুন চোখে দেখতে শিখলেন—বুঝতে শিখলেন পরাধীনতার জ্বালা কাকে বলে। তাই শহীদ ক্ষুদিরামের জন্ম-দিন পালনকে কেন্দ্র করে বেণীমাধব দাসকে যখন বদলী করা হোল, সুভাষের অন্তর তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছিল।

আচার্য বিদায় নিলেন, সুভাষচন্দ্রের জন্য রেখে গেলেন অন্তরের আশীর্বাদ। সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে দেশপ্রেম মহাপাপ।

এমনই সময়ে এলেন হেমন্ত সরকার সুভাষচন্দ্রের জীবনে। বিপ্লবী হেমন্ত সুভাষের প্রতিটি রক্তকণায় রোপন করে দিলেন সংগ্রামের বীজ।

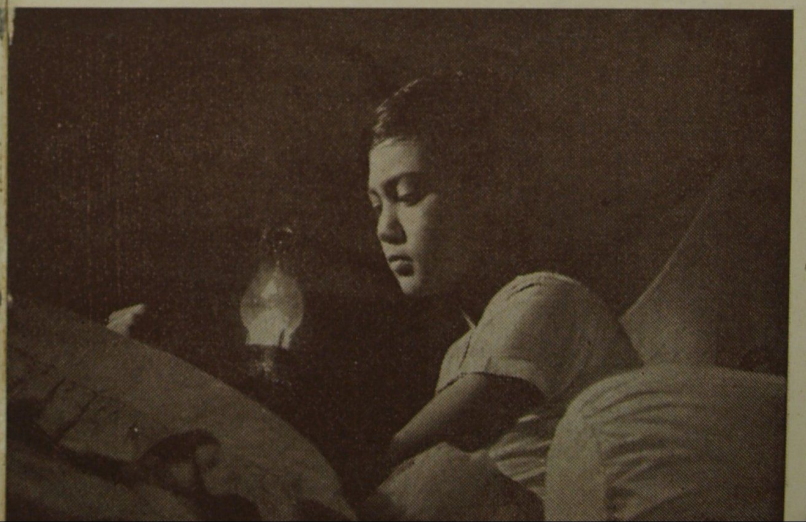

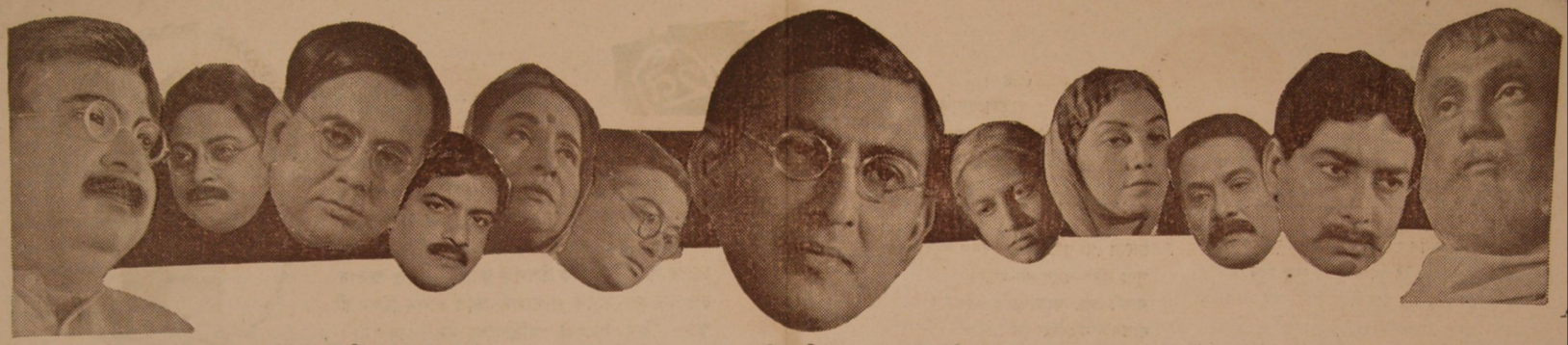

…প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সুভাষচন্দ্র এলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। কলেজী শিক্ষার আরম্ভের পূর্বমুহূর্তে বহির্জগতের ডাক শুনতে পেলেন সুভাষচন্দ্র। হেমন্ত, সুরেশ প্রভৃতিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে। অনেক দেখলেন, পলাশীর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে সুভাষচন্দ্রের অন্তর ফুলতে থাকে। শপথ করেন, বীর মীরমদন মোহনলালের আত্মদানকে ব্যর্থ হতে দেবেন না। দেশের মাটি থেকে বিদেশী রাজশক্তিকে বিতাড়িত করবেনই।…

…অন্তর্দ্বন্দ্বের এক চরম মুহূর্তে উপনীত হয়েছেন সুভাষচন্দ্র। অধ্যাত্মবাদের অস্থিরতায় আত্মানুসন্ধানের জন্যে একদিন সকলের অগোচরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। নানা তীর্থে ঘুরলেন, কিন্তু 'তবু ভরিল না চিত্ত'। ধর্মের নামে প্রতারণা, হীনতা আর মনুষ্যত্বের অবমাননা নিজের চোখে দেখে আজকের জীবনের একটা দিক তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু এ এক নতুন মানুষ। কলেজ জীবন শুরু হোল। আজন্ম নেতা সুভাষচন্দ্র কলেজেও নেতা। সকলের অন্তরকে জয় করেছেন তিনি। আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও। …কলেজের প্রতিটি ছাত্র বিক্ষুব্ধ। অধ্যাপক ওটেন বাঙ্গালীদের সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর উক্তি করেছেন…শাস্তি দিতে হবে তাঁকে।…শাস্তির খড়্গ নেমে এলো সুভাষচন্দ্রের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র অবিচলিতভাবে ফিরে গেলেন কটকে। সুভাষচন্দ্রের তেজস্বিতায় বিচলিত হলেন উপাচার্য স্যর আশুতোষ। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হোল। নির্বিঘ্নে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শনে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি. এ পাশ করলেন সুভাষচন্দ্র।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ। নিষ্ফল রোষে অসহায় বেদনাবোধে সুভাষচন্দ্রের অন্তর দগ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু তাঁকে বিলেত যেতে হোল। বাবা মার একান্ত ইচ্ছা সুভাষচন্দ্র আই. সি, এস হন। …অনেক বিপত্তি অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্র কেম্ব্রিজে ভর্তি হলেন ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে আই, সি, এস পেলেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের যুগ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। একদিকে প্রতিষ্ঠা আর নিশ্চিন্ততা অপর দিকে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আহ্বান…দেশ থেকে বিদেশী শক্তিকে উচ্ছেদ করতেই হবে।… দেশবন্ধুকে চিঠি লিখলেন সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধু তাঁকে দেশের সেবাকেই বেছে নিতে আহ্বান জানালেন। সুভাষচন্দ্র সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে কাটিয়েঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশ মাতৃকার সেবার কাজে…মন্ত্র হোল স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। দেশবন্ধু বুঝলেন, সুভাষচন্দ্র মূর্ত্তিমান অগ্নিকণা। তিনি বললেন,—"একা সুভাষচন্দ্রই এ দেশের স্বাধীনতা এনে দেবে।"

মা প্রভাবতী দেবী বুঝলেন, সুভাষ তাঁর একার নয়—সুভাষ সারা বিশ্বের…। তিনি কেন তাকে বেঁধে রাখবেন।…ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এলো তারুণ্যের জোয়ার। নিদ্রিত, জরাগ্রস্ত দেশ নতুন করে জেগে উঠল। শতাব্দীর শত লাঞ্ছনা, অপমান, দারিদ্র্য ও দুঃখের অবসানের জন্যে তরুণ সমাজকে আহ্বান জানালেন সুভাষচন্দ্র, "হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ, স্বদেশ সেবার পুণ্যযজ্ঞে আমি তোমাদের আহ্বান করছি।" সর্বত্যাগী এই নবীন সন্ন্যাসীর আহ্বানে সারা দেশ উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

…শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছে, ব্রিটিশ শক্তির সাধের সিংহাসনকে টলিয়ে দিতে এই একটি ভারত সন্তানই যথেষ্ট…অতএব কারাবাস।.. ধীর বিনম্র সুভাষচন্দ্র এগিয়ে গেলেন কারাতীর্থের অন্তরালে। একটি অধ্যায়ের অবসান…নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

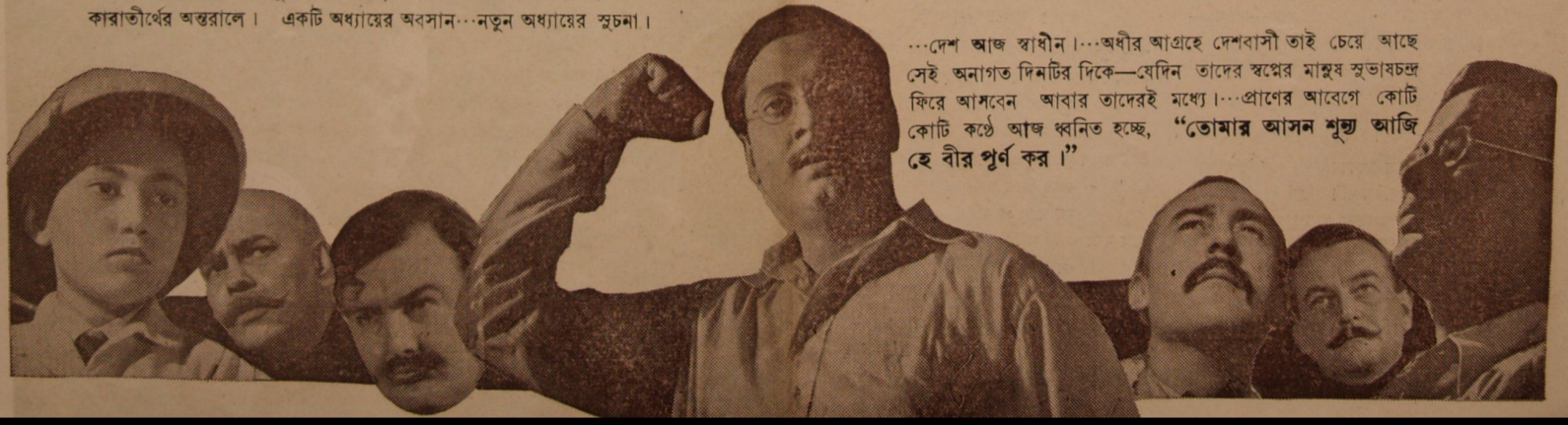

…দেশ আজ স্বাধীন।…অধীর আগ্রহে দেশবাসী তাই চেয়ে আছে সেই অনাগত দিনটির দিকে—যেদিন তাদের স্বপ্নের মানুষ সুভাষচন্দ্র ফিরে আসবেন আবার তাদেরই মধ্যে।…প্রাণের আবেগে কোটি কোটি কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছে, **"তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর।"**

সংগীত

(১)

কথা : রবীন্দ্রনাথ
কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ওই আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হবো।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো...

(২)

কথা : প্রচলিত কণ্ঠ : লতা মুঙ্গেশকর

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
(আমি) হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী
কলের বোমা তৈরী করে দাঁড়িয়ে ছিলাম
রাস্তার ধারে—মাগো—
বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম আর
এক ইংলণ্ডবাসী।
হাতে যদি থাকতো ছোরা, তোর ক্ষুদি কি
পড়তো ধরা মাগো—
রক্ত মাংসে এক করিতাম দেখতো জগৎবাসী।
শনিবার বেলা দশটার পরে জজ কোর্টেতে
লোক না ধরে মাগো—
(হলো) অভিরামের দ্বীপ চালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসী।
বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি রইল মা তোর
বেটা বেটি—মাগো—
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা বউদের
করিস দাসী।
দশমাস দশদিন পরে জন্ম নিব মাসীর
ঘরে—মাগো—
(ওমা) তখন যদি না চিনতে পারিস
গলায় দেখবি ফাঁসি।

(৩)

কথা : রজনীকান্ত কণ্ঠ : মান্না দে

তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা
ঊর্দ্ধে চাহ অগণিত মণি রঞ্জিত নভো নীলাঞ্চলা
সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা শান্ত কুশল দরশা।
দূরে হের চন্দ্র কিরণ উদ্ভাসিত গঙ্গা
নৃত্য পুলক গীতিমুখর কলুষ হর তরঙ্গা
ধায় মত্ত হরষে সাগর পদ পরশে
কূলে কূলে করি পরিবেশন
মঙ্গলময় বরষা।

(৪)

কথা : অতুলপ্রসাদ
কণ্ঠ : বাঁশরী লাহিড়ী ও সমবেত

উঠ গো ভারতলক্ষ্মী উঠ আদি
জগত জন পূজ্যা
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, করো দূরিত
ভারত লজ্জা
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে
সন্তান বাস দেহো তুলে চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণ তলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

(৫)

কথা : অতুল প্রসাদ
কণ্ঠ : সমবেত

হও ধরমেতে বীর হও করমেতে বীর
হও উন্নত শীর— নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান হবে জয়।
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ
হতে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন
ভারতে জনম পুনঃ আসিবে সুদিন
ওই দেখো প্রভাত উদয়
ওই দেখো প্রভাত উদয়।

(৬)

কথা : স্বামী বিবেকানন্দ
কণ্ঠ : অপরেশ লাহিড়ী

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন আকাশে
জগত সংসার মাঝে
উঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর
ধীরে ধীরে ছায়াদল
মহালয়ে প্রবেশিল
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হ'লো
শূণ্যে শূণ্যে মিলাইলো
অবাঙ্ মনোসা গো চরম বোঝে প্রাণে
বোঝে যার।

(৭)

কথা : দ্বিজেন্দ্রলাল

কণ্ঠ : তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমবেত

বঙ্গ আমার। জননী আমার!
ধাত্রী আমার আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন
কেন গো মা তোর মলিন বেশ,
সপ্ত কোটি সন্তান যাঁর ডাকে উচ্চে আমার দেশ
কিসের দুঃখ কিসের দৈণ্য কিসের লজ্জা
কিসের ক্লেশ,
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।
উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত
চরণে যাঁর।
অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে
জলধি শেষ,
তুই কিনা মাগো তাদের জননী
তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।
কিসের দুঃখ কিসের দৈণ্য কিসের লজ্জা
কিসের ক্লেশ
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।
একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায়
লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল
ভারত সাগর ময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে
গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন
তার কিনা এই ছিন্ন বেশ!
কিসের দুঃখ কিসের দৈণ্য কিসের
লজ্জা কিসের ক্লেশ,
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন
আমার দেশ।
উঠিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাসও
গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই তমা সেই ধন্য দেশ,
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে
তাদের রক্ত লেশ।
কিসের দুঃখ কিসের দৈণ্য কিসের লজ্জা
কিসের ক্লেশ
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ
যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে
আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে
আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা, নহিত মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ।
কিসের দুঃখ কিসের দৈণ্য কিসের লজ্জা
কিসের ক্লেশ,
সপ্ত কোটিমিলিত কণ্ঠে ডাকে যখনআমার দেশ।

তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর...

।। চরিত্র রূপায়ণে ।।

কিশোর সুভাষচন্দ্র : শ্রীমান আশীষ ঘোষ

তরুণ সুভাষচন্দ্র : সমরকুমার

পূর্ণ বয়স্ক সুভাষচন্দ্র : অমর দত্ত

জানকীনাথ বসু : অজিতপ্রকাশ ॥ প্রভাবতী দেবী : রেবা দেবী ॥ শরৎ বসু : সুভাষ ঘোষ ॥ সুরেশ বসু : নিরঞ্জন চৌধুরী ॥ সতীশ বসু : সুপ্রিয় সরকার ॥ সারদা : রমা দাস ॥ বেণীমাধব দাস : রবীন ব্যানার্জী ॥ কৃষ্ণ সেন : এন, বিশ্বনাথন ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র : শিবদাস ব্যানার্জী ।। বিশ্বনাথ পণ্ডিত : ঋষি ব্যানার্জী ।। অধ্যাপক ওটেন : মিঃ ল্যামস্‌ডেন, ।। চারু গাঙ্গুলী : অমিত মুখার্জী ।। হেমন্ত সরকার : নির্মল ঘোষ ।। সুরেশ ব্যানার্জী : বুবু গাঙ্গুলী ।। দিলীপ কুমার রায় : সৌমেন মুখার্জী ।। সুদাম : কানুরঞ্জন ঘোষ ।। প্রফেসর : সুনীল চক্রবর্তী ।। স্যর আশুতোষ : অশোক মিত্র ॥ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : শিবেন ব্যানার্জী ।। বাসন্তী দেবী : মীনা চক্রবর্ত্তী ।। জে, পি, মিত্র : প্রশান্ত চ্যাটার্জী ।। আচার্য জগদীশচন্দ্র : দিলীপ রায় ॥ পুলিশ ইন্সপেক্টর : প্রসাদ মুখার্জী ।।

অন্যান্য চরিত্র রূপায়ণে : প্রসূন মুখার্জী - সরিৎ ব্যানার্জী - সূর্য চ্যাটার্জী - ৺নীতিন ব্যানার্জী - দেবকুমার ভট্টাচার্য - হিমাংশু মুখার্জী - বিনয় দত্ত - পঙ্কজ চ্যাটার্জী - স্বপনকুমার - শিবশঙ্কর চ্যাটার্জী - চন্দন রায় - ভোলা বসু - পান্না দত্ত - অরুণ দশগুপ্ত - ফণী চক্রবর্ত্তী - শঙ্কর সরকার - পরিতোষ চৌধুরী - খগেন পাঠক - বিমল সান্যাল - নৃসিংহ বসু - ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী - বৈজুরাম শর্মা - মিঃ স্মিথ - মিঃ ব্রাউন - অমিতা চ্যাটার্জী ।

একেবি ফিল্মসের পক্ষ থেকে শ্রীঅজিত কুমার ব্যানার্জী কর্তৃক প্রকাশিত ।

সম্পাদনা : প্রচার সচিব নিতাই দত্ত ।। মুদ্রণে : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ ॥ অলঙ্করণ : এস স্কোয়ার ॥

পরিকল্পনা ও গ্রন্থণা : **শ্রীপঞ্চানন**